আহলে হাদীস ও সালাফী আলেমদের ইখতিলাফ

আবু হাসসান রাইয়ান ইবনে লুৎফুর রহমান

লেখকের পরবর্তী গবেষণালব্ধ বই–

আহলে হাদীস ও সালাফী ভাইদের প্রকাশিত বইয়ে—ইলমী খিয়ানত ও তথ্যবিকৃতি—এ-সম্পর্কে।

আহলে হাদীস ও সালাফীদের সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন–

www.ahnafonline.com
www.youtube.com/AhnafMediaBD
www.facebook.com/AhnafMediaBD
www.talimuddin.com
www.youtube.com/TalimuddinFoundation
www.fb.com/TalimuddinfF
www.fb.com/TFArabicCentre

আহলে হাদীস ও সালাফী আলেমদের ইখতিলাফ

আবু হাসসান রাইয়ান ইবনে লুৎফুর রহমান
পরিচালক, মাদরাসা রায়হানুল উলুম
বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

আহলে হাদীস ও
সালাফী আলেমদের ইখতিলাফ

গ্রন্থনা	আবু হাসসান রাইয়ান ইবনে লুৎফুর রহমান
তৃতীয় সংস্করণ	ফেব্রুয়ারি ২০১৬
দ্বিতীয় প্রকাশ	জানুয়ারি ২০১৬
প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর ২০১৫
প্রকাশনা সংখ্যা	৪৬
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৩/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ২০০.০০ (দুই শ টাকা মাত্র)

AHLE HADIS O SALAFI ALEMDER EKHTILAF
Written by: Abu Hassan Rayan Ibn Lutfur Rahman
Market & Published by: Rahnuma Prokashoni. Price: Tk. 200.00, US $ 8.00 only.

ISBN 978-984-91119-5-5
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

আল-ইহদা

যে বন্ধুরা মুজতাহিদ
ইমামগণের ফিকহ ও
শরীয়ত-স্বীকৃত ইজতিহাদী
ইখতিলাফের বিষয়ে মুসলিম
সমাজে অনাস্থা ও অস্থিরতা
ছড়িয়ে চলেছেন তাদের
কল্যাণ ও সুপথ প্রাপ্তির
প্রত্যাশায়।

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ :
সালাফী ও আহলে হাদীস আলেমদের দৃষ্টিতে ইখতেলাফ ও মতভেদের কারণ এবং তা নিরসনের পন্থা ———০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :
সালাত আদায়ের পদ্ধতি নির্ণয়ে সালাফী ও আহলে হাদীস আলেমদের ইখতেলাফ ও মতভেদ ———২৩

১নং মতভেদ : কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতি———২৪

২নং মতভেদ : মুসুল্লি নামাযে হাত কোথায় বাঁধবে?——— ৩২

৩নং মতভেদ : দুআয় ইস্তেফতাহ বা সানা হিসেবে 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' দুআটা কি পড়া যাবে?———৩৫

৪নং মতভেদ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সরবে পড়বে নাকি নীরবে?———৩৮

৫নং মতভেদ : ইমাম, মুনফারিদ, মুকতাদী সকলের জন্য কি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয?———৪৬

৬নং মতভেদ : ইমামের পেছনে মুক্তাদী কখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে?———৫৪

৭নং মতভেদ : সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর কী সাকতা আছে?—৬১

৮নং মতভেদ : 'ইমামের কেরাআত মুক্তাদীর কেরাআত'–মর্মে হাদীসটি কি সহীহ?———৬৪

৯নং মতভেদ : আবু হুরায়রা রা.-এর বক্তব্য اقرا بها في نفسك এর সঠিক অর্থ ও মর্ম কী? ———৬৯

১০নং মতভেদ : সাকতার সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে শায়খ আলবানীর মাযহাব কি?———৭৪

১১নং মতভেদ : ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে মুক্তাদী কি করবে?—৭৭

১২নং মতভেদ : রুকু পেলে কী রাকাত পাওয়া হবে?———৭৯

১৩নং মতভেদ : রুকু পাওয়া গণ্য হওয়ার জন্য কি মুক্তাদীর তাসবীহ পড়া জরুরি?———৯৫

১৪নং মতভেদ : মুসুল্লি রুকু থেকে উঠে হাত বাঁধবে নাকি ছেড়ে দিবে?———৯৭

১৫নং মতভেদ : রুকু থেকে উঠার সময় মুক্তাদি কি سمع الله لمن حمده পড়বে?———১০৯

১৬নং মতভেদ : সেজদায় যাওয়ার সময় কি রাফয়ে ইয়াদাইন আছে?———১১৮

১৭নং মতভেদ : সেজদা করার সময় আগে হাঁটু রাখবে নাকি হাত রাখবে?———১২৩

১৮নং মতভেদ : প্রথম সেজদা থেকে উঠে বসার সময় কি রাফয়ে ইয়াদাইন আছে? ———১৩০

১৯নং মতভেদ : দুই সেজদার মাঝের বৈঠকে কি শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা আছে?———১৩২

২০নং মতভেদ : সাজদা থেকে উঠার সময় কি মুসুল্লি জলসায়ে ইস্তেরাহাত বা বিশ্রামের বৈঠক করবে?———১৩৬

২১নং মতভেদ : সেজদা থেকে উঠার সময় হাত নাকি হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে?———১৪২

২২নং মতভেদ : তাশাহুদের দুআয় কি মুসুল্লি "السلام عليك أيها النبى" পড়বে নাকি "السلام على النبى" ———পড়বে? ১৪৪

২৩নং মতভেদ : মুসুল্লি ইচ্ছে করলে কি কেবল একদিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে পারবে?———১৪৭

২৪নং মতভেদ : সালামের সঙ্গে কি 'ওয়াবারাকাতুহু' শব্দটি যোগ করা যাবে?———১৫১

২৫নং মতভেদ : সালামের সঙ্গে কি "ওয়াবারাকাতুহু" কেবল ডান দিকে বলবে নাকি দু-দিকে বলবে?———১৫৩

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম পরিচ্ছেদ

সালাফী ও আহলে হাদীস আলেমদের দৃষ্টিতে ইখতেলাফ ও মতভেদের কারণ এবং তা নিরসনের পন্থা

আমাদের কিছু বন্ধু যারা নিজেদের 'আহলে হাদীস বা সালাফী কিংবা গাইরে মুকাল্লিদ' পরিচয় দেন, তাদের ধারণা—ফিকহী মাযহাবের ইমামগণের মাঝে ইখতিলাফ ও মতভেদ এ জন্যই হয়েছে যে তাদের সময়ে হাদীস-গ্রন্থগুলো সংকলিত হয়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ে হাদীস না জানার কারণে তারা রায় ও কিয়াসের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছেন। এ জন্য তাঁদের অনেক ফতোয়া বা মত সহীহ হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে হাদীস-গ্রন্থগুলো সংকলিত হলেও তাঁদের অন্ধ অনুসারীরা মাযহাবী গোঁড়ামিবশত সহীহ হাদীস না মেনে ইমামদের মতকেই আঁকড়ে ধরে আছে। ফলে এই ইখতিলাফ ও মতভেদ এখনো রয়ে গেছে। অথচ প্রত্যেক ইমাম বলেছেন 'সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব'।

তাদের ধারণা—সকলেই যদি কুরআন এবং সহীহ হাদীস অনুসরণের ব্যাপারে সম্মত হয়ে যায় তা হলে ইখতিলাফ ও মতপার্থক্য দূর হয়ে যাবে। ইখতিলাফ তো এ জন্যই হয় যে একপক্ষ কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে, অন্যপক্ষ সহীহ হাদীস বর্জন করে যঈফ বা জাল হাদীস কিংবা ইমামদের তাকলীদ করে। তাদের ধারণা—হক বা সত্য একটাই। একাধিক পদ্ধতি ও নিয়ম কখনো হক হতে পারে না।

এক কথায় তাদের ধারণা—সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে জাল-যঈফ হাদীসের অনুসরণ কিংবা সহীহ হাদীস বর্জন করে মাযহাবের ইমামদের মত আঁকড়ে ধরার প্রবণতাই এই মতপার্থক্যের মূল কারণ। সহীহ হাদীস অনুসরণ করলে কোনো ইখতিলাফ থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে সালাফী ও আহলে হাদীস আলেমদের কিছু বক্তব্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম-এর বক্তব্য

বাংলাদেশের সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম ***পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ*** পুস্তিকায় লেখেন—

> এ হাদীছ থেকে খতীব সাহেব বোঝাতে চেয়েছেন একদল থেকে অন্যদলের মধ্যে একই আমলের ক্ষেত্রে ভিন্নতার বৈধতা পাওয়া যায় অর্থাৎ হক্ব একাধিক হতে পারে। খতীব সাহেবের এ ঘটনা থেকে হক্ব একাধিক হওয়া সাব্যস্তকরণ ভ্রান্তি পূর্ণ। তার কারণ এ ঘটনায় হক একাধিক বোঝা যায় তাৎক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ীভাবে এবং একদলের প্রকৃত হক্ব বোঝার ব্যর্থতার কারণে। প্রকৃত পক্ষে স্থায়িত্ব লাভ করেছে একটি হক।

কিছুদূর সামনে গিয়ে তিনি লেখেন—

> অনেক মাসআলা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে মাযহাবী ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুর্বল অথবা জাল হাদীছের উপর ভিত্তি করে। এ ক্ষেত্রে সহীহ হাদীছ মেনে নিলেই ভিন্নতা দূর হয়ে যায়। এমনকি মাযহাবের অনেক এমন বিষয় আছে, যা সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীছ বিরোধী। (পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ, পৃ. ৭-৮)

উক্ত বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠায় তিনি আরও লেখেন—

> যঈফ ও জাল হাদীছ দ্বারা যে কোনো না হক ও বাতিল সাব্যস্ত করা যায়। মানুষ বহু বাতিল ও ভ্রান্ত বিষয় যঈফ ও জাল হাদীছের কারণে ছাড়তে পারে না। মুসলিম জাতি যঈফ ও জাল হাদীছের কারণে আমল-আকীদার ক্ষেত্রে এক হতে পারে না। আর এ ধরণের হাদীছের কারণে মুসলিম জাতি দলে দলে বিভক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে ও হবে (পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ, পৃ. ১৭)

এখানে লেখক সহীহ হাদীস বর্জন করে জাল-যঈফ হাদীসের অনুসরণকে ইখতিলাফ ও মতভিন্নতার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। তার

মতে—উম্মাহর আমল-আকীদায় মাযহাবের নামে যে ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে তা এই কারণে যে তারা যঈফ হাদীস অনুসরণ করছে। সহীহ হাদীস অনুসরণ করলে এই মতপার্থক্য থাকতে পারে না। তাছাড়া তিনি এটাও স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে হক বা সত্য একটাই। একাধিক বিষয় হক হতে পারে না।

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রচিত তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত *সিফাতু সালাতিন নবী* বইটির অনুবাদক ও সম্পাদকের ভূমিকায় শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম আরও লেখেন—

> ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় করলে এবং এ বিষয়ে কিছু বাহ্যত দ্বন্দ্বপূর্ণ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের দিকে গেলে তাতে মাযহাবগত কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। মূলত: ছালাতের ক্ষেত্রে মাযহাবগত যে পার্থক্য দেখা যায়, তা দুর্বল ও জাল, বানোয়াট হাদীছের অনুসরণ ও ছহীহ হাদীছের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন না করে মাযহাবী টানাহিঁচড়ার কারণে।

এখানে লেখক জাল-যঈফ হাদীসের অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত যে বিষয়টিকে ইখতিলাফ ও মতভেদের কারণ সাব্যস্ত করলেন তা হলো—বাহ্যত বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহের সুষ্ঠু সমন্বয় না করে নিজের মাযহাবকে প্রাধান্য দেয়া।

অন্য জায়গায় ***মুসলিম কি চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণে বাধ্য?*** বইটির সম্পাদকের ভূমিকায় তিনি লেখেন—

> যে কোনো মাযহাবমুক্ত শিক্ষক আলেম ইচ্ছা করলে ৪ মাযহাবের যাবতীয় কিতাব ঘেঁটে তুলনামূলক অধিক বিশুদ্ধ সমাধান বের করে নিজে আমল করতে পারেন ও অপরকে এ-বিষয়ে জানাতে পারেন। কিন্তু যারা নির্দিষ্টভাবে কোনো একটি মাযহাবের অন্ধ অনুসারী হয়েছে তাদের জন্য মাযহাব উপকারের চেয়ে অপকার বয়ে আনে বেশি।

এখানে তিনি যদিও খুব সহজে বলে দিলেন—বাহ্যত বিরোধপূর্ণ হাদীসগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় বা তুলনামূলক অধিক বিশুদ্ধ মত অনুসরণ করলে

কোনো মাযহাবী মতবিরোধ থাকতে পারে না। কিন্তু কথা হলো অধিক বিশুদ্ধ মত নির্বাচনের অধিকার যেমন লেখকের আছে তেমনি অন্য আলেমেরও আছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে স্বীকৃত ও সুপ্রাচীন মতভেদগুলোর মধ্যে তুলনাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য মত নির্ধারণেও মতভেদ হয়ে যায়। অতএব এ ধরনের প্রয়াস অর্থহীন। তথাপি যদি ধরে নেওয়া হয়—এটাই তুলনামূলক অধিক বিশুদ্ধ সমাধান, তবুও কি সেই মত যত্রতত্র প্রচার-প্রসার করা সালাফের নীতি ও আদর্শ ছিল?!

শহীদুল্লাহ খান মাদানী-এর বক্তব্য

বাংলাদেশের সালাফী এবং আহলে হাদীস ভাইদের অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন আলেম, পিসটিভির আলোচিত বক্তা, মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজারের প্রিন্সিপ্যাল আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী তার *সুন্নতে রাসূল ও চার ইমামের অবস্থান* বইটির ভূমিকায় লেখেন—

> সুতরাং নবী রাসূলের প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো একমাত্র তাদের অনুসরণ করে আল্লাহর দ্বীন পালন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে বর্তমান মুসলিম সমাজ বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত এবং আপন নেত্রীবর্গের আনুগত্যে মগ্ন। যদি সুন্নাহর দিকে আহ্বান জানানো হয়, তখন জবাব আসে আমাদের ইমামের মাযহাবে বা তরীকায় ঐ হাদীছের নিয়ম নেই। তাই আমরা মানি না। বড়ই আফসোসের বিষয় একজন মানুষের এমন জবাব হলে কিভাবে সে ঈমানদার হতে পারে?

কিছুদূর সামনে গিয়ে তিনি লেখেন—

> আরো দুঃখের বিষয় হলো প্রসিদ্ধ ইমাম ও বিদ্বানের দোহাই দিয়ে বলা হয় যে তারাই ঐ সব মত ও পথ সৃষ্টি করেছেন যার কারণে হাদীছের আহ্বানে সাড়া দেয়া যায় না। ইহা কিভাবে হতে পারে অথচ ঐ সব মহামান্য ইমামগণ স্বীয় জাতির উদ্দেশ্যে বলে গেছেন **اذا صح الحديث فهو مذهبى** যখন রাসূল সা.-এর কোনো হাদীছ সহীহ বলে প্রমাণিত

> হবে তাহাই আমার মত ও পথ (ভিন্ন কিছু নয়) সুতরাং ইমামদের দোহাই দেয়া কখনই সঠিক হতে পারে না।

এখানে লেখক ইখতিলাফ ও মতভিন্নতার জন্য সহীহ হাদীস অনুসরণে অনীহা এবং নিজ নিজ ইমামের মত ও তরীকা আঁকড়ে ধরার প্রবণতাকেই দায়ী করেছেন।

আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসরণ কেন ইখতিলাফ ও মতভিন্নতার কারণ? এ সম্পর্কে তিনি উক্ত বইয়ের ৯৩ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন—

> প্রসিদ্ধ মহামতি চার ইমাম ৮০ হি. হতে ২৪১ হি. এর মধ্যে পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তাঁদের অধিকাংশের সময়টি ছিল এমন যখন প্রসিদ্ধ ছয়টি (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনুল মাজাহ) হাদীছ গ্রন্থ পূর্ণভাবে সংকলিত হয় নি। বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী-এর বিদায় মুহূর্তেও ঐ প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থগুলোর সূচনা হয় নি বরং অনেকেরই জন্ম হয় নি। যার ফলে হাতের নাগালে সকল হাদীছ পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের সাওয়াল-জিজ্ঞাসা কখনও বন্ধ ছিল না। আপন আপন এলাকার প্রসিদ্ধ আলেম হিসাবে সম্মুখীন হয়েছেন বিভিন্ন রকম জটিল প্রশ্নের। কুরআন-সহ যার কাছে যত হাদীছ ছিল সে আলোকে জবাব দিয়েছেন এবং হাদীছের অবর্তমানে প্রয়োজনে ইজতেহাদ-গবেষণা করে জবাব দিয়েছেন, ফলে সুন্নাহ পরিপন্থী কিছু ফাতওয়া হওয়াই স্বাভাবিক।

কিছুদূর সামনে গিয়ে তিনি লেখেন—

> তবে তাদের সুন্নাহ বিরোধী ফাতওয়া কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে ও সজ্ঞানে ছিল না। যেমনটি আজকাল মাযহাবপন্থী ও তরীকাবাদী ভাইদের মাঝে পাওয়া যায়।

সামনে গিয়ে লেখেন—

> কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো মহামতি ইমামদের প্রতি অন্ধ-মুকাল্লিদদের অশোভনীয় আচরণ, তারা ইমামদের অনুসরণের দোহাই দিয়েও তাঁদের নির্দেশনা ও সতর্কবাণী মানতে চায় না। অন্ধ অনুসরণে সহীহ হাদীছ বর্জনেও তাদের বিবেকে বাঁধে না। আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করুন। আমীন।

সম্মানিত লেখক উক্ত বইয়ের ৭৯ নং পৃষ্ঠায় একই কথা লিখেছেন। শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম 'পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ' নামক গ্রন্থের ১৩ নং পৃষ্ঠায় এই কথাগুলোই লিখেছেন। এখানে সম্মানিত লেখকদ্বয়ের দাবি হলো, ফকীহ ইমামগণের সময়ে হাদীসের গ্রন্থগুলো সংকলিত না হওয়ায় অনেক হাদীস সম্পর্কে তারা অনবহিত ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো— হাদীসগ্রন্থগুলো সংকলিত হওয়ার উপরই যদি হাদীসের জ্ঞান নির্ভর করে থাকে তা হলে এই সংকলনগুলো কিভাবে তৈরি হলো? মূলত হাদীসের জ্ঞান নির্ভর করে হাদীস অন্বেষণ, হাদীসের হিফযের উপর। তদুপরি ফকীহ ইমামগণের ব্যাপারে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে— তারা হাদীস কম জানতেন। মুজতাহিদ ইমামগণ প্রত্যেকেই ছিলেন হাদীসের ইমাম এবং হাফিজে হাদীস। ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) বলেন :

بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. فكانت دواوينهم صدورهم التى تحوي أضعاف ما فى الدواوين وهذا امر لا يشك فيه من علم القضية.

অর্থ—হাদীস ও সুন্নাহর এই সব গ্রন্থ সংকলনের পূর্ববর্তী ইমামগণ পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের তুলনায় হাদীস ও সুন্নাহ অনেক বেশি জানতেন। তাদের গ্রন্থ তো ছিল তাদের সীনা, যাতে এই সব গ্রন্থের তুলনায় হাদীস ও সুন্নাহ অনেক অনেক গুণ বেশি পরিমানে সংরক্ষিত ছিল। এ-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত কোনো ব্যক্তিই সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। (*মাজমুউল ফাতওয়া*; ২০/২৩৯)

সম্মানিত লেখকদ্বয়সহ অন্যান্য সালাফী আলেমগণ তো ইবনে তাইমিয়া (রাহ.)-কে নিজেদের ঘরানার লোক মনে করেন। তাদের কাছে সবিনয় অনুরোধ, সাধারণ মানুষের উদ্দেশে এ ধরনের কথাবার্তা বলা ও লেখার সময় তারা যেন ইবনে তাইমিয়া (রাহ.)-এর এই মূল্যবান বাণীটি নিজেদের স্মরণে রাখেন।

মুযাফফর বিন মুহসিন এর বক্তব্য

বাংলাদেশের সালাফী এবং আহলে হাদীস ভাইদের অন্যতম জনপ্রিয় আলেম, পিসটিভির আলোচক, মুযাফফর বিন মুহসিন তাঁর *ঈদের তাকবীর* বইটির ভূমিকায় লেখেন—

> আমরা সকল প্রকার মাযহাবী সঙ্কীর্ণতা ও ব্যক্তিমতের উর্দ্ধে থেকে সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে বিষয়টি সুধী মহলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কারণ, ছহীহ দলীলের দিকে নিঃশর্তভাবে ফিরে যাওয়াই আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ। (সূরা নিসা ৫নং, নাহল ৪৩-৪৪) সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উক্তমূলনীতি গ্রহণ করলে কথিত মতবিরোধের সিংহভাগ হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত লেখক তার অপর রচনা যা বর্তমানে সালাফী এবং আহলে হাদীস ভাইদের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে *জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ছালাত* বইটির ভূমিকায় লেখেন—

> তাই দলীয় গোঁড়ামী, মাযহাবী ভেদাভেদ, ত্বরীকার বিভক্তিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে রাসূল সা.-এর ছালাতের পদ্ধতি আঁকড়ে ধরতে হবে। ফলে সকল মুছল্লি একই নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত আদায়ের সুযোগ পাবে। পুনরায় মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

এখানে লেখক অন্যান্য গাইরে মুকাল্লিদ আলেমদের মতো এই দাবি করেছেন—

> মাযহাব এবং ব্যক্তি অনুসরণ বর্জন করে সহীহ হাদীস অনুসরণ করলে আর কোনো মতবিরোধ থাকতে পারে না।

তাদের এই বক্তব্য কতটুকু বাস্তবসম্মত—তা ইনশাআল্লাহ সামনে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু তাদের বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

মুরাদ বিন আমজাদ এর বক্তব্য

আরেকজন প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম জনাব মুরাদ বিন আমজাদ বলেন—

> এখন সাধারণ বিবেকবানের পক্ষে এই বাস্তব কথাটুকু বুঝতে কষ্ট হবে না যে সলাতের নিয়ম-পদ্ধতি যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই শিক্ষা দিয়েছেন সেহেতু তাতে ভিন্নতা বা মতবিরোধ থাকার প্রশ্নই আসে না। মহান আল্লাহ বলেন, এটা যদি আল্লাহ ব্যতিত অপর কারো পক্ষ থেকে হত, তবে এতে তারা অবশ্যই বৈপরীত্য দেখতে পেত। (আন-নিসা : ৮৩) অতএব প্রমাণিত হলো আল্লাহর নির্দেশিত নিয়ম-পদ্ধতিতে বৈপরীত্য বা কোনো ভিন্নতা থাকতে পারে না। যা আমরা মাযহাবের নামে চলমান ভুল পদ্ধতির সলাতে দেখতে পাই। (*প্রচলিত ভুল বনাম রসূলুল্লাহ সা.-এর ছালাত আদায়ের পদ্ধতি*; পৃ.৪-৫)

সম্মানিত লেখক এখানে সালাতের ক্ষেত্রে মতভিন্নতার জন্য মাযহাবকে দায়ী করেছেন। তার মতে কুরআন ও হাদীস মানলে কোনো মতভিন্নতা থাকতে পারে না। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

রেজাউল করীম মাদানী-এর বক্তব্য

সম্প্রতি আরেকজন গাইরে মুকাল্লিদ আলেম শায়খ রেজাউল করিম মাদানী সালাতের উপর একটি বই রচনা করেছেন। বইটির নাম হলো *আসুন! আমরা রাসূল (সা.)-এর মতো নামায পড়ি এবং নামাযে সৃষ্ট মতপার্থক্যের দলিল-ভিত্তিক সমাধান গ্রহণ করি*। প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তাওহীদ পাবলিকেশন্স। ভূমিকার মধ্যে সম্মানিত লেখক বইটি রচনার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন—

তাই আমাদের উচিত হবে, এ সলাতকে বিভিন্ন মাযহাব, বিভিন্ন তরীকানুযায়ী আদায় না করে সহীহ, সঠিক, ও রাসূলের প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী আদায় করা। আর সলাতকে সহীহ-পরিশুদ্ধ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। এছাড়াও পুস্তিকাটি লেখার আরো একটা কারণ হচ্ছে, কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীতে যখন দেখি সারাবিশ্বের মুসলিম মিল্লাত একত্রিত হয়ে বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন মাযহাবের বিভিন্ন চিত্রের সলাত তখন ভাবতে থাকি আল্লাহ এক, রাসূল (সা.) এক, কাবা এক, কিন্তু সলাত কেন এত বিভিন্ন পদ্ধতির, বিভিন্ন চিত্রের। তখন ভাবলাম আসলে রাসূলের সলাতের পদ্ধতি কোন্‌টি? এরই উত্তর খুঁজতে এই পুস্তিকাটির অবতারণা।

এখানেও সম্মানিত লেখক দাবি করছেন যে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকা অনুযায়ী নামায আদায় না করে সহীহ দলীলের আলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী আদায় করলে নামায বিষয়ক সকল মতপার্থক্যের সমাধান হয়ে যাবে।

আব্দুর রাজ্জাক সালাফী-এর বক্তব্য

সম্প্রতি পিস পাবলিকেশন্স থেকে নাজিরবাজার মাদরাসাতুল হাদীসের ভাইস প্রিন্সিপাল শায়খ আব্দুর রাজ্জাক সালাফীর সম্পাদনায় একটি বই বের হয়েছে—*কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রাসূল সা.-এর প্র্যাকটিক্যাল নামায* সেই বইটির মুখবন্ধে লেখা আছে—

মূলত নামাযের ক্ষেত্রে মাযহাবগত যে পার্থক্য দেখা যায় তা দুর্বল ও জাল বা বানোয়াট হাদীসের অনুসরণ ও সহীহ হাদীসের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন না করে মাযহাবী টানাহিচড়ার কারণে। অথচ যাদের নামে, মাযহাব সৃষ্টি করা হয়েছে তারা শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস মানার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন এবং সহীহ হাদীসকে তাদের মাযহাব বলে ঘোষণা করে গেছেন।

এখানেও একই দাবি করা হচ্ছে—সহীহ হাদীস অনুসরণ করলে সালাতের ক্ষেত্রে মাযহাবগত কোনো পার্থক্য থাকবে না।

মরহুম খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান-এর বক্তব্য

আরেকজন প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম মরহুম খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান তাঁর সর্বাধিক আলোচিত বই **১২** *তাকবীরের পক্ষে* **১৫২** *হাদীস*-এর ভূমিকায় লেখেন—

> নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সমগ্র বিশ্বের জন্য ক্বিয়ামাত পর্যন্ত প্রেরিত রাসূল। তিনিই তো ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, صلوا كما رأيتموني أصلي [আমাকে তোমরা যেভাবে সলাত পড়তে দেখ, সেভাবেই তোমার সলাত পড়] এ-হাদীস অনুপাতে মুসলিমের সালাত একই রকম হবার কথা ছিল। কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে ভিন্নতা। আর এ-ভিন্নতার কারণে যদি আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতি অনুযায়ী না হয়, তা হলে সমস্ত আমলই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এখানেও লেখক বলতে চাচ্ছেন রাসূলের তরীকা অনুযায়ী নামায পড়লে কোনো ভিন্নতা থাকতে পারে না।

এ.কিউ.এম বেলাল হোসাইন রাহমানী-এর বক্তব্য

আরেকজন প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলেম উত্তর যাত্রাবাড়ি মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া-এর অধ্যাপক জনাব এ. কিউ. এম. বেলাল হোসাইন রাহমানী *রুকুর পূর্বে ও পরে সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় বাঁধা সম্পর্কে* পুস্তিকাটির ভূমিকায় লেখেন—

> আর মুসলিম জনসাধারণের নিকট দ্বীনী দাওয়াত দেয়া যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। বিশেষ করে ঐ দ্বীনী মাসআলা যাতে ইখতিলাফ ও মতবিরোধ রয়েছে। হে মুসলিম সম্প্রদায়! মতবিরোধ নিষ্পত্তি এবং ন্যায় ও সঠিক

পথে পৌঁছার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে সালিশ বা মধ্যস্থতা মানা ওয়াজিব।

মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক বিন আব্দুস সালাম-এর বক্তব্য

আরেকজন প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম আকরামুজ্জামান সাহেবের সহোদর ভাই মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক বিন আব্দুস সালাম *মুসলিম কি চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণে বাধ্য* বইটির অনুবাদকের ভূমিকায় লেখেন—

> কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে মুসলমানগণ আল্লাহর সেই আদেশ, নিষেধ ও সতর্কবাণী সবকিছুকে উপেক্ষা করে দলে দলে তথা মাযহাবে মাযহাবে বিভক্ত হয়ে গেছে; এবং অখণ্ড দ্বীনে ইসলামকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। যেমন কেউ হানাফী হয়েছে তো কেউ মালেকী হয়েছে, কেউ শাফিঈ হয়েছে তো কেউ আবার হাম্বলী হয়েছে।

কিছুদূর সামনে গিয়ে তিনি লেখেন—

> কিন্তু মাযহাবের সৃষ্টির পরে অবিভাজ্য দ্বীন খণ্ডে খণ্ডে পরিণত হয় এবং মুসলমানগণ দলে দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অতএব আমরা সবাই যদি মাযহাবকে দাফন করে কুরআন-হাদীসের দিকে ফিরে যাই, তা হলে ইসলামের অখণ্ডতা পুনরায় ফিরে আসবে এবং দলে দলে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে আমরা মুসলমানগণ রেহাই পাব। অতএব আসুন! আমরা সবাই নিজ নিজ মাযহাব ত্যাগ করে ঐক্যের মাযহাব তথা রাসূল সা.-এর মাযহাব অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের সরাসরি অনুসরণের মাযহাব গ্রহণ করি।

এখানে সম্মানিত লেখক ফিকহী মাযহাবগুলোকে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। অথচ ফিকহের এই মাযহাবগুলো খাইরুল কুরুনেই বিদ্যমান ছিল। সাহাবা-তাবেঈ যুগ থেকেই শাখাগত মাসআলায় মতভিন্নতা চলে আসছে। এর কারণে তারা নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাদ-

বিসংবাদের সূচনা করেননি। তাদের মতভিন্নতা উম্মাহর ঐক্যে বিন্দুমাত্র চির ধরায়নি। যাই হোক, লেখকের দৃষ্টিতে এই ইখতিলাফ ও মতভিন্নতা (লেখকের মতে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা) মাযহাবকে দাফন করে কুরআন-হাদীসের অনুসরণ করলে মিটে যাবে।

আব্দুস সাত্তার কালাবগী-এর বক্তব্য

আরেকজন সম্মানিত গাইরে মুকাল্লিদ আলেম আব্দুস সাত্তার কালাবগী *সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর নামায* বইটিতে লেখেন—

> যারা বলেন রাসূল সা. বিভিন্ন তরিকায় নামায পড়েছেন, এটা রাসূল সা.-এর উপর মিথ্যা অপবাদ। তিনি সা. একই তরীকায় নামায পড়েছেন যেটা সহীহ হাদীস ভিত্তিক এক ও অভিন্ন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ হাদীস ভিত্তিক নামায পড়ার তাওফীক দিন। আমীন
>
> (*সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর নামায*, পৃ. ১৪)

এখানেও সম্মানিত লেখকের দাবি হলো, রাসূলের তরীকা অনুযায়ী নামায পড়লে কোনো ভিন্নতা থাকতে পারে না। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন তা সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে আদায় করা হবে।

মোসাদ্দেক আহমাদ-এর বক্তব্য

আরেকজন গাইরে মুকাল্লিদ জনাব মোসাদ্দেক আহমাদ তাঁর রচিত *উত্তম সালাত* বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার মধ্যে লেখেন—

> তিনি (নবীজী) যে রূপে সালাত আদায় করেছেন ঠিক সে রূপে আমাদেরকেও সালাত আদায় করতে বলেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হাদীসের অনুপস্থিতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সালাত পদ্ধতিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিভিন্ন আলেম-উলামাদের বিভিন্ন ধরনের কিয়াসের মাধ্যমে সালাতে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৈপরীত্য। পরবর্তী পর্যায়ে সহীহ হাদীসের সন্ধান মিললেও মাযহাব কিংবা

দলীয় সংকীর্ণতার অযুহাতে প্রচলিত সালাতে সংশোধন আসে নি, আসে নি বিশুদ্ধ পরিবর্তন।

(*উত্তম সালাত, [মুহাম্মাদ সা.]-এর সালাত*, পৃ. ৬, দ্বিতীয় সংস্করণ)

মোসাদ্দেক আহমাদ রচিত এই বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজার-এর হেড মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মাদ মানসুরুল হক আর রিয়াদী। যাই হোক, এখানেও সম্মানিত লেখকের বক্তব্য হলো—সহীহ হাদীস সম্পর্কে অনবগতি কিংবা অবগত হলেও মাযহাবী গোঁড়ামিবশত সহীহ হাদীস অনুসরণে অনীহার কারণেই প্রচলিত সালাতে এখনেও বিভিন্ন বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে।

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ-এর বক্তব্য

আরেকজন নবীন গাইরে মুকাল্লিদ আলেম আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ শায়খ আলবানী রচিত *সালাতুত তারাবীহ* বইটির অনুবাদকের ভূমিকায় লেখেন—

> দুঃখজনক হলেও সত্য যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নিঃশর্ত আনুগত্যের অভাবে অনেককেই তারাবীহ সালাতের পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য করতে দেখা যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 'যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড় তা হলে সেই বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক' –সূরা আন-নিসা ৫৯
> (*সালাতুত তারাবীহ*, অনুবাদকের কথা; পৃষ্ঠা : ৪)

এখানেও লেখক দাবি করেছেন কুরআন এবং সহীহ হাদীসের নিঃশর্ত আনুগত্যের অভাবেই মতপার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন তারাবীহ নামাযের ক্ষেত্রে হয়েছে। এর স্বপক্ষে তিনি কুরআনের একটি আয়াতও উল্লেখ করেছেন। সালাফী আলেমগণ সাধারণত দলিল হিসেবে এই আয়াত তিলাওয়াত করে থাকেন। অথচ এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ হলো 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে বিবাদ মিটে যাবে' তারা বিবাদ মিটে

যাওয়াকে ইখতিলাফ মিটে যাওয়ার সমার্থক ধরে নিয়েছে এবং এখানেই ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। কেননা, বিবাদ মিটে যাওয়া ও ইখতিলাফ মিটে যাওয়া এক বিষয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইখতিলাফ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিবাদ মিটে যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

উপরের আলোচনায় বাংলাদেশের কয়েকজন গাইরে মুকাল্লিদ আলেমের উক্তি নকল করা হলো। আমরা খেয়াল করলাম, তারা প্রত্যেকেই দাবি করছেন—ইখতিলাফ ও মতভেদ এ জন্যই হয়, একপক্ষ কুরআন ও হাদীস অনুসরণ করে অপর পক্ষ অনুসরণ করে না। কেউ হাদীস না জানার কারণে করে না, কেউ হাদীস জানা সত্ত্বেও গোঁড়ামিবশত করছে না। আর কেউবা সহীহ হাদীস বর্জন করে জাল-যঈফ হাদীস অনুসরণ করছে। আর এই ইখতিলাফ ও মতভেদের কারণে মুসলিম উম্মাহ দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু কথা হলো—**তাঁরা প্রত্যেকেই তো হাদীস-সুন্নাহর আলেম এবং নির্ঘণ্ট-কম্পিউটার যুগের আলেম, প্রত্যেকেই সহীহ হাদীস অনুসরণের দাবি করছেন এবং উম্মাহকেও এদিকে আহ্বান করছেন। তা হলে তো তাঁদের মাঝে মতভেদ না হওয়ারই কথা।** কিন্তু আমরা দ্বীনে ইসলামের অগণিত অধ্যায় থেকে শুধু **সালাত**-এর উপর রচিত **তাঁদের বইপত্র** পড়ে দেখেছি **অসংখ্য মাসআলায় তাঁদের মাঝে মতবিরোধ** রয়েছে। অথচ আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বইয়ের শিরোনামে কিংবা ভূমিকায় **সহীহ হাদীসের আলোকে নববী নামায** বলে একেই চিহ্নিত করেছেন। তো সহীহ হাদীস অনুসরণ সত্ত্বেও অসংখ্য মাসআলায় আপনাদের মাঝেই কেন মতভেদ হলো?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সালাত আদায়ের পদ্ধতি নির্ণয়ে সালাফী ও আহলে হাদীস আলেমদের ইখতেলাফ ও মতভেদ

প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের কয়েকজন প্রসিদ্ধ সালাফী এবং আহলে হাদীস আলেমের উক্তি নকল করেছিলাম। তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য ছিল কুরআন এবং সহীহ হাদীস অনুসরণ করলে কোনো ইখতিলাফ ও মতভেদ হতে পারে না। বিশেষত ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাতের ক্ষেত্রে মতভিন্নতার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমরা দ্বীনে ইসলামের অসংখ্য অগণিত অধ্যায় থেকে শুধু 'সালাতের' উপর রচিত তাদের বইপত্র পড়েই অসংখ্য মাসআলায় তাদের মাঝে ইখতিলাফ ও মতবিরোধ পেয়েছি। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না কালিমার পরেই নামাযের স্থান। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো নামায। তাই স্বাভাবিকভাবেই সালাফী এবং আহলে হাদীস আলেমগণ ইসলামের অন্যান্য অনুষঙ্গের তুলনায় সালাতের উপর বইপত্র বেশি রচনা করেছেন। কেননা, তাদের প্রত্যেকের সদিচ্ছা ছিল মুসলিম উম্মাহ যেন কমপক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা অবলম্বন না করে একই নিয়ম ও পদ্ধতিতে তা আদায় করতে পারে। আমার প্রবল ধারণা—তাদের প্রকাশনী থেকে 'সালাতের' উপর যত বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে, আর কোনো বিষয়ে এত বইপত্র প্রকাশিত হয়নি।

সালাফী বন্ধুদের খেদমতে নিবেদন—শুধু সালাতের উপর বাংলাভাষায় আপনাদের যে সকল বইপুস্তক রচিত-অনূদিত হয়েছে, যার বড় একটি অংশ 'তাওহীদ পাবলিকেশন্স' কর্তৃক প্রকাশিত এবং পরিবেশিত হয়ে আমাদের সামনে আছে—সেগুলো এক এক করে হাতে নিন। বিশেষত আরবের তিনজন সম্মানিত সালাফী আলেম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহ.), শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উছাইমীন এবং শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহ.)-এর বইগুলোও হাতে নিন। শেষোক্ত বইদুটি শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত

হয়ে তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আর প্রথম বইটি ইবরাহীম আল মাদানী কর্তৃক অনূদিত হয়ে একই প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তবে এর আরেকটি অনুবাদ খলীলুর রহমান বিন ফজলুর রহমানের সম্পাদনায় 'আত-তাওহীদ প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

নিচে আমরা উদ্ধৃতি সহকারে শুধু তাদের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলো উল্লেখ করব। আপনারা বইগুলোর পৃষ্ঠা নম্বর মিলিয়ে দেখে নেবেন। ক্ষেত্রবিশেষে কখনো আরবী কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিলে আপনাদের আলেমদের থেকে জেনে নেবেন। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন।

১নং মতভেদ :

কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতি

জামাতের সঙ্গে নামায আদায়ের জন্য শরীয়তের হুকুম হলো সবাইকে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু কাতারবন্দী হওয়ার সুন্নাহ-সম্মত পদ্ধতি নির্ধারণে সালাফী আলেমদের মাঝে ইখতেলাফ ও মতভেদ হয়ে গেছে। তাদের বড় একটি অংশের মত হলো—

> 'কাতারবন্দী হওয়ার সময় প্রত্যেক মুসুল্লি পার্শ্ববর্তী মুসুল্লির পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে সালাত আদায় করবে' শুধু কাতার সোজা ও বরাবর রাখার দ্বারা কাতারবন্দী হওয়ার সুন্নাহ আদায় হবে না।

এ-সম্পর্কে তাদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করছি—

শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, শায়খ আকমাল হুসাইন, শায়খ আমানুল্লাহ, শায়খ সাইফুল্লাহ, শায়খ খলীলুর রহমান বিন ফাযলুর রহমান প্রমুখ সালাফী আলেম কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত *সহীহ বুখারী*র ৩৪৮ নং পৃষ্ঠায় টীকার মধ্যে বলা হয়েছে—

> জামাতে দাঁড়াবার সময় পায়ের গিটের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী মুসুল্লির পায়ের গিট মিলিয়ে এবং কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে

পার্শ্ববর্তী মুছল্লির বাহু মিলিয়ে কাতারবন্দী হয়ে সালাত আদায় করতে হবে। দুই মুসুল্লির মাঝখানে ফাঁক ফাঁক করে দাঁড়াবার কথা কোনো হাদীসে নাই।

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম-এর বক্তব্য

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম এক জায়গায় লেখেন—

> কাতার সোজা করা ও তার পদ্ধতির ব্যাপারে হাদীছে যা এসেছে এতে কোনো ইমাম বা বিদ্বানের দ্বিমত নেই। আর তা হচ্ছে এই যে কাতারস্থ মুসুল্লিরা একজন আর একজনের পায়ের গোড়ালীর সঙ্গে গোড়ালী ও কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে যেন দুজনের মাঝে ফাঁক না থাকে। এ বিষয়ে সমস্ত মাযহাব এক এমনকি হানাফী মাযহাবও। [টীকা : শায়খ আব্দুল আযীয নুরুস্তানী রচিত *নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছলাত আদায়ের পদ্ধতি*, পৃষ্ঠা : ৬৭; প্রকাশনায় : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট]

আকরামুজ্জামান তাঁর অপর রচনা *কালিমার মর্মকথায়* সালাতের ক্ষেত্রে বিদআত চর্চার ৪৮টি উদাহরণ দিয়েছেন। ৩৬ নং উদাহরণে তিনি লেখেন—

> কাতারবন্দী হওয়ার সময় পাশের মুসুল্লির 'কাঁধের সঙ্গে কাঁধ ও পায়ের সঙ্গে পা না মিলানো বা ফাঁকা রেখে দেয়া'। (*কালিমার মর্মকথা*; পৃষ্ঠা : ১৯২)

মুফতী কাজী মুহাম্মদ ইবরাহীম-এর বক্তব্য

আরেকজন প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম, একাধিক টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় আলোচক **মুফতী কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম লেখেন—**

> উক্ত হাদীসের মধ্যে মৌলিকভাবে দুটো বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—
>
> ১। কাঁধগুলোকে বরাবর করা। অপর বর্ণনায় পা-গুলোকে পরস্পর সমান্তরাল করার নির্দেশও এসেছে।
>
> ২। দুজন মুসুল্লির মাঝখানে ফাঁক বন্ধ করা। ফাঁক রেখে দাঁড়ানোকে সালাতের কাতার বিচ্ছিন্ন করা বলে আখ্যায়িত

> করা হয়েছে। এবং যার ফলে তাঁদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্ক ছিন্ন করবেন বলা হয়েছে। অতএব এটা তাসবিয়াতুস সফের পরিপন্থী। ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ালেই সফ কায়েম করার একটি দিক পূর্ণ হবে। শুধু সমানভাবে দাঁড়ালেই সফ কায়েম হয়েছে বলা যাবে না। ... বস্তুত সালাতের জামাতে কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে সংযুক্ত হয়ে ফাঁক না রেখে দাঁড়ানো জামাআত শব্দটির অর্থের অংশ বিশেষ। যে ব্যাক্তি কাঁধে কাঁধে, পায়ে পায়ে সংযোগ না রেখে ফাঁক রেখে দাঁড়াল, সে যেন একাকী সালাত পড়লো। সে যেন জামাআতের কাতারেই দাড়াল না। (*ইকামাতুস সালাত*; ১/১৮-১৯)

এ সম্পর্কে তাদের আরও বক্তব্য জানার জন্য দেখুন— (শহীদুল্লাহ খান মাদানী রচিত *মাসনুন সালাত ও দুআ শিক্ষা*; পৃষ্ঠা : ৬৫, মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত *জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সালাত*, পৃষ্ঠা :১৬৩, মুরাদ বিন আমজাদ রচিত *প্রচলিত ভুল বনাম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাত আদায়ের পদ্ধতি*; পৃষ্ঠা : ১৯)

উপরে উল্লেখিত প্রত্যেক সালাফী আলেমের বক্তব্য হলো—কাতারবন্দী হওয়ার সময় প্রত্যেক মুসুল্লি পাশের মুসুল্লির পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে সালাত আদায় করবে। মুফতী কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম সাহেব তো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

> 'শুধু সমানভাবে দাঁড়ালেই সফ কায়েম হয়েছে বলা যাবে না'।

অথচ সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উছাইমীন (রাহ.), জেদ্দা ফিকহ একাডেমী-এর প্রধান ড. বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যাইদ প্রমুখ সালাফী আলেম কাতারে পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোকে নবআবিষ্কৃত পদ্ধতি, সুন্নাহ অনুসরণের নামে বাড়াবাড়ি বরং সুন্নাহবিরোধী আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন—

> কাতারবন্দীর ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো কাতার সোজা ও বরাবর রাখা। সাহাবায়ে কেরাম কাতার সোজা হওয়ার ব্যাপারে

নিশ্চিত হওয়ার জন্য গোড়ালী মিলিয়ে নিতেন। পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে রাখা মূলত উদ্দেশ্য নয়।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উছাইমীনের কিতাবটি শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালামের সম্পাদনায় তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেখান থেকেই আমি শায়খ উছাইমীনের বক্তব্যটি নকল করছি। তিনি লেখেন—

> কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে পায়ের গোড়ালীসমূহ বরাবর করে নেয়া। পায়ের আঙ্গুলসমূহ বরাবর করা আবশ্যক নয়। কেননা, শরীরের ভিত্তি থাকে পায়ের গোড়ালীর উপর। আর পায়ের সাইজ অনুযায়ী আঙ্গুলের বিভিন্নতা হয়ে থাকে। কোনো পা দীর্ঘ থাকে কোনোটা খাট। সুতরাং কাতার বরাবর ও সোজা করা গোড়ালী মিলানো ছাড়া অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। আর পায়ের গোড়ালীসমূহ পরস্পরে মিলিত করা নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তাঁরা কাতারবন্দী হওয়ার সময় গোড়ালীসমূহ একজন অপরজনের সঙ্গে মিলিত করে দিতেন। অর্থাৎ প্রকৃতভাবে কাতার সোজা ও বরাবর করার জন্য তাঁদের একজন পার্শ্ববর্তী মুছুল্লির গোড়ালীর সঙ্গে গোড়ালী মিলিত করে দাঁড়াতেন। কিন্তু কাতারবন্দীর ক্ষেত্রে এটাই আসল উদ্দেশ্য নয় বরং এ-কাজ কাতার বরাবর সোজা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য করতে হয়। এ-কারণে কাঁতারে দাঁড়ানোর পর উচিত হচ্ছে প্রত্যেকে পার্শ্ববর্তী মুসুল্লির পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিবে, যাতে নিশ্চিত হতে পারে যে কাতার সোজা হয়েছে। পূর্ণ নামাযে এভাবে পরস্পরের পাগুলোকে মিলিয়ে রাখা আবশ্যক নয়।
>
> অনেকে বাড়াবাড়ি করে পার্শ্ববর্তী মুছুল্লির পায়ের সঙ্গে গোড়ালী মিলাতে গিয়ে নিজের দু'পায়ের মাঝে অতিরিক্ত ফাঁক সৃষ্টি করে ফেলে। এটা যেমন সুন্নাত বিরোধী হয় অনুরূপভাবে পরস্পরের কাঁধ থেকেও বহু দূরে চলে যায়।

উদ্দেশ্য হচ্ছে গোড়ালী ও কাঁধসমূহ বরাবর থাকা। (*ফতোয়া আরকানুল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ৩৬৮,)

শায়খ আকরামুজ্জামান সাহেবের কাছে বিনীত নিবেদন—তিনি *কালিমার মর্মকথায়* **কাতারে পায়ের সঙ্গে পা না মিলিয়ে ফাঁক রেখে দেয়াকে বিদআত** বলছেন। অপরদিকে তাঁরই সম্পাদিত *ফতোয়া আরকানুল ইসলামে* **পায়ের সঙ্গে পা মিলানোকে সুন্নাহ অনুসরণে বাড়াবাড়ি বরং সুন্নাত বিরোধী** বলা হচ্ছে। আমরা কোন্‌টাকে সঠিক বলব?

দ্বিতীয়ত—তিনি বলেছেন, **কাতারে দাঁড়ানোর পদ্ধতির ব্যাপারে কোনো ইমাম বা বিদ্বানের দ্বিমত নেই। সবাই এই মাসআলায় একমত।** অথচ তাঁরই সম্পাদিত বইয়ে এই মাসআলায় তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। আমার অবাক লাগছে এত বড় বিষয়টি কীভাবে তাঁর চোখ এড়িয়ে গেল!

মুফতী কাজী মুহাম্মাদ ইবরাহীম সাহেবের কাছে দরখাস্ত এই যে, তিনি বলছেন—

> শুধু কাতার সোজা-বরাবর করলেই যথেষ্ট হবে না। বরং পাশ্ববর্তী মুছুল্লির পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ করতে হবে।

আর শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উছাইমীনের দাবি হলো—

> উপরোক্ত হাদীসে 'পায়ের সঙ্গে পা মিলানোর' সঠিক অর্থ হলো কাতার সোজা ও বরাবর রাখা; পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে রাখা নয়।

এখন মুফতী ইবরাহীম সাহেবের কাছে নিবেদন হলো—তিনি একদিন টিভি চ্যানেলের একটি প্রোগ্রামে দর্শকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—

> তাওহীদ পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলো নির্ভরযোগ্য এবং কুরআন-হাদীস-ভিত্তিক রচিত।

শায়খ উছাইমীনের এই কিতাবটি তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকেই প্রকাশিত। তা হলে কি তাঁর উচিত নয় কুরআন এবং সহীহ হাদীসের দিকে

ফিরে আসা? আর যদি বলেন—শায়খ উছাইমীন এই মাসআলায় ভুল করেছেন বা হক পাননি। তা হলে কি উচিত নয় আপনার পূর্বোক্ত বক্তব্যটি প্রত্যাহার করে নেয়া, যাতে সাধারণ জনগণ বিভ্রান্ত না হয়।

তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর দায়িত্বশীলদের প্রতি আরজ এই যে, তাঁরা তাঁদের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে এই শ্লোগান ব্যবহার করেন—

> তাওহীদ পাবলিকেশন্স কুরআন এবং সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট।

তদুপরি তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বইগুলোতে বারংবার এই কথা বলা হয়েছে—

> কুরআন এবং হাদীস অনুসরণ করলে কোনো মতবিরোধ থাকতে পারে না।

তা হলে তো তাঁদের প্রকাশিত বইগুলোতে মতবিরোধ থাকার কথা নয়। অথচ নামাযের প্রথম মাসআলায় তাঁদের প্রকাশিত বইগুলোতে পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেল। তাঁদের কি আরেকটু দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া উচিত নয়?

ড. বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যায়দ-এর বক্তব্য

সৌদি আরবের আরেকজন প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম জেদ্দা ফিকহ একাডেমীর সাবেক প্রধান ড. বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যায়দ তাঁর *লা জাদীদা ফি আহকামিস সালাহ* বইয়ে নামাযে নতুন আবিষ্কৃত কিছু পদ্ধতি চিহ্নিত করেছেন। কাতারে পাশের মুসুল্লির পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোকেও নব আবিষ্কৃত পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর আলোচনা দীর্ঘ হওয়ায় সবটুকু এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে নকল করছি। তিনি লেখেন—

> এ-ক্ষেত্রে নব আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি হলো—'স্বাভাবিকভাবে না দাঁড়িয়ে দুই পা দুই দিকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ছড়িয়ে দিয়ে এবং দুই পাশের মুসুল্লির পায়ের সঙ্গে নিজের পা চাপাচাপি করে মিলিয়ে দাঁড়ানো।' এমনকি পায়ের